

182 No. 503.4

কব্য-গ্রন্থ ।

চতুর্থ ভাগ ।



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।



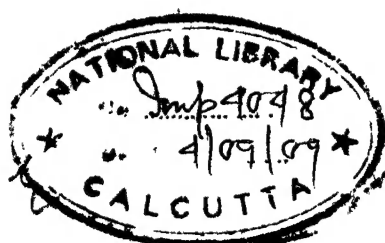
শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্. এ,

সম্পাদক ।

প্রকাশক—এস, সি, মজুমদার ।

২০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ।

মজুমদার লাইব্রেরী ।



28.JUN.05 H.A.L. BOOK

কলিকাতা, ২০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,
বিষমবী থ্রেডে প্রিন্টিং প্রেসে প্রিন্ট করা হইয়াছে।

১০১০ সন ।

କାବ୍ୟ-ଶ୍ରବ୍ଧ :

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ।

কাব্য-গ্রন্থ ।

৪র্থ ভাগের সূচী ।

সংকলন ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো ৩
ভৈরবী গান ৭
এবার ফিরাও মোরে ১২
বিদায় ১৮
অশেষ ২১
সকলে আমার কাছে যত কিছু চায় ২৬
আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইবু আসি ২৭
হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে’ ২৭
তুমি সর্কাত্রয়, একি শুধু শূন্য কথা ২৮
আমারে সৃজন করি’ যে মহা সম্মান ২৯
তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার ৩০
জ্বাসে জ্বাজে নত শিরে নিত্য নিরবধি ৩১

বিষয়।	পৃষ্ঠা
তোমার জ্বরের দণ্ড প্রত্যেকের করে ৩১
আমি ভালবাসি দেব এই বাজলার ৩২
এ নদীর কলধ্বনি বেথার বাজেনা ৩৩
আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ ৩৪
অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক লোকান্তরে ৩৪
মা গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে ৩৫
ঔরি হস্ত হতে নিরো তব ছুঃখ ভার ৩৬
মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসায় ৩৭
বাসনারে ধর্ম করি' দাও, হে প্রাণেশ ৩৭
শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীন বৎসল ৩৮
মাঝে মাঝে কতু হবে অবসাদ আসি' ৩৯
ভব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন ৪০

অনুদেশ।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি ৪৩
আশা ৪৫
বঙ্গলক্ষ্মী ৪৬
শরণ ৪৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মাতার আহ্বান	৫১
জিঙ্কারাং নৈব নৈব চ	৫৩
দেহগ্রাস	৫৫
বঙ্গমাতা	৫৬
তুই উপমা	৫৭
অভিমান	৫৭
পর-বেশ	৫৮
হ্রস্ব আশা	৫৯
নববর্ষের গান	৬২
সে আমার জননীয়ে	৬৪
জগদীশচন্দ্র বসু	৬৬, ৬৮
ভায়তলক্ষী	৬৭
তপোবন	৬৯
প্রাচীন ভারত	৭০
এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়	৭১
অন্ধকার গর্ভে থাকে অন্ধ সরীসৃপ	৭২
তোমাতে শতধা করি ক্ষুদ্র করি' দিয়া	৭২
ছ'র্ম পথের প্রান্তে পাছশালাপরে	৭৩
হে সকল জৈবের পরম জৈব	৭৪
আমরা কোথায় আছি, কোথায় অহুয়ে	৭৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে ...	৭৬
এ যুড়্য ছেদিতে হবে, এই ভয় মনে ...	৭৭
তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ ...	৭৮
পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে ...	৭৯
শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে ...	৭৯
স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকস্মাৎ ...	৮০
এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা ...	৮১
সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি' ...	৮২
সে উদার প্রভুষের প্রথম অকণ ...	৮২
ওরে মৌনমুক কেন আছিস নীরবে ...	৮৩
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির ...	৮৪
শক্তি দস্ত স্বার্থ লোভ মারীর মতন ...	৮৫
কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসি ...	৮৫
হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ...	৮৬
হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন ...	৮৭
অস্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারিয়ে ...	৮৮
হিমালয় ...	৮৯
ক্ষান্তি ...	৮৯
শিলালিপি ...	৯০
হরগৌরী ...	৯১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
তপোমূর্তি	৯২
সঙ্কিত বাণী	৯৩
যাত্রাসঙ্গীত	৯৪
প্রার্থনা	৯৬
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	৯৮
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্	৯৯
জননীর দ্বারে আজি ওই	১০১
নববর্ষের দীক্ষা	১০২

সংকল্প ।

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে ?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অথবে অবাক হাসি,
সে দিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদিব-বিকল শোভাতে ।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে
নব-যৌবন-সভাতে ?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে ।
খেলিলে সে কোন খেলা,
কোথা কোট গেল বেলা ।
চেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
বস্তু কমল ছলালে ।
পুলকিত মোব পবাণে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোব ভুলালে ।

তাব পাবে হায জানিনে কখন'
যুম এল মোব নয়নে ।
উঠিল যখন জাগ,
ঢোকেছে গগন মেঘে, —

তব্বন্তলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয্যে ।
তোমাতে আমাতে রত ছিন্বে যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে !

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে ।
পথে লোক নাহি আর,
কঙ্ক করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতল-শয়ান
আজিকাব ভরা ভাদরে ।
তুমি কি দ্রুঘারে আঘাত করিতে,
তোমাতে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে ।

তুমি যে এসেছ ভগ্নমলিন
তাপস মূৰ্তি ধরিয়া ।
স্তম্ভিত নয়নতারা
ঝলিছে অনল পারা,
সিক্ত তোমাব জটাজুট হতে
“সলিল পড়িছে ঝরিয়া ।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মূৰ্তি ধরিয়া ।

নমি হে জীবন, মৌন, বিস্তু,
এস মোর ভাঙা আঁলে ।
ললাটে তিলক রেখা,
যেন সে বহিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে ।
শূন্য ফিরিয়া যেযোনা, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে ।
এস এস ভাঙা আঁলে ।



সংকল্প ।



ভৈরবী গান ।

ওগো কে তুমি বসিযা উদাস মূবতি
বিষাদ-শাস্ত শোভাতে ।
ওই ভৈববী আর গেলোনাকো এই
প্রভাতে ।
মোব গৃহছাড়া এই পথিক পবাণ
তকণ হৃদয় লোভাতে ।

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পবশে সকল জীবন
বিকলি' ।
দেয় চবণে বাঁধিয়া প্রেম-বাঁহুঘেবা
অশ্রু কোমল শিকলি ।

হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি ।

যা'রে ফেলিয়া এসেছি, মনে কবি, তা'বে
ফিবে' দেখে আসি শেষবার ;
ওই কাঁদিয়ে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভাব !

যা'বা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার ।

সেই সাবা দিনমান স্মৃতিভূত ছায়া
তকমস্মর্যবপবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহ-কুহবিত বিবহ-বোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে !

সেই চিব-কলতান উদ্ভাব গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীব্রে চিবদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে ।

ভৈরবী গান ।

~~~~~  
ধীরে সারাৎ দেহ যেন মুদিয়া আসিছে  
স্বপ্ন পাখীর পালকে !

সদা করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া গাহিব,—  
“হোল না, কিছুই হ’বে না,  
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু  
র’বে না ।  
কেহ জীবনের যত গুণভার ব্রত  
ধূলি হ’তে তুলি’ লবে না ।

এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,  
কা’র তরে মরি খাটিয়া !  
আমি কা’র মিছে ছুখে মরিতেছি, বুক  
ফাটিয়া !  
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,  
কে রেখেছে মত আঁটিয়া !

“যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,  
একা কি পারিব করিতে !

কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা  
 হরিতে !  
 কেন অকুল সাগরে জীবন সঁপিষ  
 একেলা জীর্ণ তরীতে !

“শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন  
 ফুলের মতন খসিয়া,  
 হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে’ গেল  
 খসিয়া !  
 সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে  
 সেইখানে আছে বসিয়া !”

ওগো, থাম ! যারে তুমি বিদায় দিয়েছ  
 তা’রে আর ফিরে’ চেয়ো না !  
 ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর  
 গেয়ো না !

আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ  
 নয়ন-বাস্পে ছেয়ো না !

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো  
 পথিকের প্রাণ বিবশে ?



## তৈরবী গান ।

---

পথে এখমো উঠিবে প্রথর তখন  
দিবসে !  
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী  
না জানি কোথায় নিবসে !

খাম' ! শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর  
নবীন জীবন ভরিয়া !  
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ  
তরিয়া  
যত মানবের গুরু মহৎ জনের  
চরণ চিহ্ন ধরিয়া ।

সদা সহিয়া চলিব প্রথব দহন,  
নিষ্ঠুর আঘাত চরণে !  
যাব আজীবন কাল পাষণ-কঠিন  
সরণে ।  
যদি মৃত্যু মাঝে নিয়ে যায় পথ,  
সুখ আছে সেই মরণে !

---

### এবার ফিরাও মোরে !

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কশ্মে রত,  
 তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত  
 মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে  
 দূব-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে  
 সারাদিন বাজাইলি বাঁশি ।—ওরে তুই ওঠ আজি !  
 আগুন লেগেছে কোথা ? কার শব্দ উঠিয়াছে বাজি  
 জাগাতে জগত জনে ? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে  
 শূন্যতল ? কোন্ অন্ধকারমাঝে জর্জর বন্ধনে  
 অনাথিনী মাগিছে সহায় ? ক্ষীতকায় অপমান  
 অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুধি করিতেছে পান  
 লক্ষ্মুখ দিয়া ! বেদনারে করিতেছে পরিহাস  
 স্বার্থোদ্ধত অবিচার ! সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস  
 লুকাইছে ছদ্মবেশে ! ওই যে দাঁড়ায় নতশির  
 মুক সবে,—স্নানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর  
 বেদনার কক্ষণ কাহিনী ; স্বপ্নে যত চাপে ভার—  
 বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—  
 তার পরে সন্তানের দিয়ৈ যায় বংশ বংশ ধরি' ;  
 নাহি ভৎসে অদৃষ্টেই, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি-

মানবেবে নীহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,  
 শুধু ছুটি অন্ন খুটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ  
 রেখে দেয় বাঁচাইয়া ! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,  
 সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ভাক্ষ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,  
 নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারেব আশে,  
 দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘ্বাসে  
 মরে সে নীরবে ;—এই সব মৃত ম্লান মুক মুখে  
 দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বৃকে  
 ধনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—  
 মুহুর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !  
 যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্ধ্যা ভীকু তোমা চেয়ে,  
 যখন জাগিবে তুমি তখন সে পলাইবে ধৈর্যে ;  
 যখন দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহাব, —তখন সে  
 পথ-কুকুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;  
 দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,  
 মুখে করে আশ্বালন, জানে সে হীনতা আপনার  
 মনে মনে !—

কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ  
 তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান !  
 বড় ছুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার !—  
 অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,  
 চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,  
 সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্ত-মাঝারে, কবি,  
 একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি !

এবার ফিরাও মোবে, লয়ে যাও সংসারের তীরে  
 হে কল্পনে, রঙ্গময়ি ! ছায়ায় না সমীরে সমীরে  
 তরঙ্গ তরঙ্গে আর । ভায়ায় না মোহিনী মায়ায় !  
 বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়  
 বেথো না বসায় আর ! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে !  
 অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে  
 নিঃশ্বাসিয়া কেঁদে ওঠে বন ! বাহিরিছু হেথা হতে  
 উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে,  
 জনতার মাঝখানে ! কোথা যাও পাহ, কোথা যাও,  
 আশ্রি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও !  
 বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস !  
 সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস  
 সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,  
 আঁচাব নূতনতর, তাই মোব চক্ষে স্বপ্নাবেশ,

বক্ষে জলে ক্ষুধানল !—যে দিন জগতে চলে আসি',  
কোন্ মা' আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাশি !  
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে  
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেছে একান্ত স্তব্ধে  
ছাড়িয়ে সংসারসীমা !—সে বাশিতে শিখেছি যে সুর  
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশ্রুত অবসাদপূর্ব  
ধনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে  
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে  
শুধু মুহূর্তের তবে, হুঃখ যদি পায় তার ভাষা,  
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা  
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,  
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে !—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,  
মিথ্যা আপনার হুঃখ ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ  
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শোখে নি বাঁচিতে !  
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে  
নির্ভয়ে ছুটিতে যবে সত্যেরে করিয়া ধ্বংস !  
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা ! হৃদ্বিনের অশ্রুজলধারা  
মণ্ডকে পড়িবে বরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে

তার কাছে,—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে  
 জন্ম জন্ম ধরি ! কে সে ? জানি না কে । চিনি নাই তবে—  
 শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে  
 চলেছে মানবধাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে  
 ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, আলায়ে ধরিয়া সাবধানে  
 অন্তর প্রদীপখানি ! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে  
 তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নিভীক পবাণে  
 লঙ্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,  
 নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জনে  
 শুনেছে সে সঙ্গীতেব মত ! দহিয়াছে অগ্নি তারে,  
 বিদ্ধ কবিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠাবে,  
 সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন  
 চিবজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোম হতাশন,—  
 হুংপিও কবিয়া ছিন্ন বক্তৃপদ্য অর্ঘ্য-উপহাবে  
 ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তাবে  
 মরণে কৃতার্থ কবি প্রাণ ! শুনিয়াছি, তাবি লাগি  
 রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কস্থা, বিষয়ে বিবাগী  
 পথেব ভিক্কুক ! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে  
 সংসাবেব ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিধিয়াছে পদতলে  
 প্রত্যহেব কুশাস্ত্রব, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস

মুঢ় বিজ্ঞানে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস  
 অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা  
 নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা  
 সৌন্দর্য্যপ্রতিমা ! তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,  
 ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,  
 তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান  
 ছড়াইছে দেশে দেশে !—ওধু জ্বনি তাহারি মহান  
 গভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে লম্বীরে,  
 তাহারি অঞ্চলপ্রাপ্ত লুটাইছে নীলাম্বর বিরে,  
 তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণ প্রেমমূর্ত্তিধানি  
 বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে ! ওধু জ্বনি  
 সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান  
 বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,  
 সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি  
 যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি  
 আঁকে নাই কলক তিলক ! তাহারে অন্তরে রাখি  
 স্তূথে হুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-জ্বাখি,  
 প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি  
 স্মৃতি করি সর্ব্বজনে ! তার পরে দীর্ঘ পথশেষে  
 জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে

উত্তরিব একদিন শাস্তিহরা শাস্তির উদ্দেশে ।  
 ছুঃখহীন নিকেতনে ! প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে  
 পবাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমালাখানি,  
 করপদ্মপরশনে শাস্ত হবে সর্ব ছুঃখ যানি  
 সর্ব অমঙ্গল ! লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে  
 ধোত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে ।  
 সূচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদঘাটন  
 জীবনেব অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,  
 মাগিব অনন্তক্ষমা ! হয় ত ঘুচিবে ছুঃখনিশা,  
 তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সৰ্ব্বপ্রেমত্যা !

### বিদায় ।

এবার চাফি তবে !  
 সময় হয়েছে নিকট, এখন  
 বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।  
 উচ্ছল জল করে ছলছল,  
 জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,  
 তরলী-পতাকা চল-চঞ্চল  
 কাপিছে অধীব রবে ।



সময় হয়েছে নিকট, এখন  
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর  
নিশ্চয় আমি আজি ।  
আর নাই দেৱী, ভৈরব-ভৈরী  
বাহিরে উঠেছে বাজি ।  
তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,  
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,  
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে  
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে ।  
সময় হয়েছে নিকট, এখন  
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

অরুণ তোমার তবণ অধর,  
করুণ তোমাব আঁখি,  
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন  
অনেক রয়েছে বাকি ॥  
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,  
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,

মহাকাশ হতে ওই বারেবাব  
 আমাবে ডাকিছে সবে !  
 সময় হয়েছে নিকট, এখন  
 বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

বিশ্বজগৎ আমাবে মাগিলে  
 কে মোর আত্মপব ।  
 আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে  
 কোথায় আমার ঘর !  
 কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ ?  
 ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান  
 অমব মরণ রক্তচরণ  
 নাচিছে সগৌববে ।  
 সময় হয়েছে নিকট, এখন  
 বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

Imp 4048 dt- 9/09/09

অশেষ ।

আবার আহ্বান ?

যত কিছু ছিল কাজ,                      সাক্ষ ত করেছে আজ  
দীর্ঘ দিনমান ।  
জাগারে মাধবীবন                      চলে গেছে বহুক্ষণ  
প্রতুষ নবীন,  
প্রথর পিপাসা হানি                      পুষ্পের শিশির টানি  
গেছে মধ্যদিন ।  
মাঠের পশ্চিমশেষে                      অপরাক্ত স্নান হেসে  
হল অবসান,  
পরপারে উত্তরিতে                      পা দিয়েছি তরণীতে  
আবার আহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তদ্রাশসা,                      সোনার ঐচ্ছল-থসা,  
হাতে দীপশিখা,  
দিনের কল্লোলপর                      টানি দিল ঝিলিস্বর  
ঘন জ্বলিকা !

ও পারের কালো কূলে      কালী দর্শাইয়া তুলে  
 নিশার কালিমা,  
 গাঢ় সে তিমিরতলে      চক্ষু কোথা ডুবে চলে  
 নাহি পাষ সীমা !  
 নয়ন-পল্লবপরে      স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে  
 থেমে যায় গান ;  
 ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম      প্রিয়ার মিনতিসম ;  
 এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নির্ধুবা      ওরে রক্ত-লোভাতুরা  
 কঠোব স্বামিনী,  
 দিন মোর দিহু তোরে      শেষে নিতে চাস্ হরে  
 আমার বামিনী ?  
 জগতে সবারি আছে      সংসার-সীমাব কাছে  
 কোনখানে শেষ,  
 কেন অসে মন্যছেদি'      সকল সমাপ্তি ভেদি'  
 তোমার আদেশ ?  
 বিশ্ববোড়া অন্ধকার      সকলেবি আপনার  
 একেলার স্থান,

কোথা হতে তারো মাঝে      বিছাতের মত বাজে  
তোমার অহ্বান ?

দক্ষিণ সমুদ্রপারে,      তোমার প্রাসাদদ্বারে,  
হে জাগ্রত রানী,  
বাজেনা কি সন্ধ্যাকালে      শাস্ত সুরে ক্লান্ত তালে  
বৈরাগ্যের বাণী ?  
সেথায় কি মুক বনে      ঘুমায়েনা পাখীগণে  
আঁধার শাখায় ?  
তারাগুলি হর্ম্যশিরে      উঠেনা কি ধীরে ধীরে  
নিঃশব্দ পাথায় ?  
লতাবিতানের তলে      বিছায়না পুষ্পদলে  
নিভৃত শয়ান ?  
হে অশ্রান্ত শাস্তিহীন,      শেষ হয়ে গেল দিন,  
এখনো অহ্বান ?

রহিল বহিল তবে      আমার আপন সবে,  
আমার নিরালা,  
মোর সন্ধ্যাদীপালোক,      পগ-চাওয়া ছুটি চোখ,  
বত্রে গাঁথা মালা ।

থেয়া তরী যাক্ বয়ে      গৃহে-ফেরা লোক লয়ে  
 ও পারের প্রাণে,  
 তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী      ধীরে পড়ে যাক্ শসি  
 কুটীরের বামে !  
 রাত্রি মোর, শান্তি মোর,      রহিল স্বপ্নের ঘোর,  
 স্নানিধি নির্বাণ,  
 আবার চলিছ ফিরে      বহি ক্লান্ত নতশিরে  
 তোমাব আহ্বান !

বল তবে কি বাজাব,      ফুল দিয়ে কি সাজাব  
 তব দ্বারে আজ,  
 রক্ত দিয়ে কি লিখিব,      প্রাণ দিয়ে কি শিখিব  
 কি করিব কাজ ?  
 যদি আঁখি পড়ে ঢুলে,      শ্লথ হস্ত যদি ভুলে  
 পূর্ব নিপুণতা,  
 বক্ষে নাহি পাই বল,      চক্ষে যদি আসে জল,  
 বেধে যায় কথা,  
 চেয়েনাকো স্বর্ণভরে,      কোরোনাকো অনাদরে  
 মোরে অপমান,  
 মনে রেখো, হে নিদয়ে,      মেনেছিছ অসময়ে  
 তোমাব আহ্বান !

সেবক আমার মত                      রয়েছে সহস্র শত  
 তোমার ছয়াতে,  
 তাহার পেয়েছে ছুটি,                      ঘুমান সকলে জুটি  
 পথের ছ'ধারে ।  
 শুধু আমি তোরে সেবি                      বিদায় পাইনে দেবী,  
 ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;  
 যেছে নিলে আমারেই,                      ছুর্ত দৌতাগ্য সেই  
 বহি প্রাণপণে !  
 সেই গর্বে জাগি রব                      সারারাত্রি দ্বারে তব  
 অনিদ্র নয়ান,  
 সেই গর্বে কণ্ঠে মম                      বহি বরমালাসম  
 তোমার আত্মান !

হবে, হবে, হবে জয়,                      হে দেবী করিনে ভয়,  
 হব আমি জয়ী !  
 তোমার আত্মানবাণী                      সফল করিব রাণী,  
 হে মহিমাময়ী !  
 কাঁপিবেনা ক্লান্তকর,                      ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর,  
 টুটিবেনা বীণা,

নবীম প্রভাত লাগি      দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,  
 দীপ নিবিবে না !  
 কর্মভার নবপ্রাতে      নব সেবকের হাতে  
 করি ঘাব দান,  
 মোর শেষ কণ্ঠস্বরে      ঘাইব ঘোষণা করে  
 তোমার আহ্বান !

---

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়  
 সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে !  
 আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,  
 রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে !  
 আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,  
 সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে  
 এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ  
 অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে !  
 হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাক আর,  
 ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা !  
 মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার  
 “পাইনি” “পাইনি” বলে আর কাঁদিব না !



তোমাবেও মাগিব না, অলস কাদনি !  
আপনাবে দিলে তুমি আসিবে আপনি !

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইছু আসি ।  
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কারবাশি  
খুলিয়া ফেলোছি দূরে ! দাও হস্তে তুলি  
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,  
তোমাব অক্ষয় তুণ ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ  
রণগুরু ! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ  
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে !  
কব মোব সন্মানিত নব-বীববেশে,  
ভ্রূহ কর্তব্য ভাবে, হঃসহ কঠোর  
বেদনায ! পবাইষা দাও অস্ত্রে মোব  
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার ! ধন্ত কর দাসে  
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে !  
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না বাধি নিলীন  
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন ।

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে  
যে উর্দ্ধে উঠিতে হয় সেথা বাছ মেলে

লহ ডাকি, স্নহুর্গম বন্ধুর কঠিন  
 শৈলপথে,—অগ্রসব কর প্রতিদিন  
 যে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ  
 গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন  
 মরণ অধিক হুঃখ !

ওগো অন্তর্ঘামী,  
 অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্কাণ আমি  
 হুঃখে তার লব আব দিব পরিচয় !  
 তারে যেন ভ্রান নাহি করে কোন ভয় !  
 তারে যেন কোন লোভ না কবে চঞ্চল !  
 সে যেন জ্ঞানের পথে বহে সমুজ্জল,  
 জীবনের কন্ডে যেন করে জ্যোতি দান,  
 মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান্ ।

তুমি সর্কোশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা ?  
 ভয় শুধু তোমাপরে বিশ্বাসহীনতা  
 হে রাজন্ ! লোকভয় ? কেন লোকভয়  
 লোকপাল ? চিবদিবসের পরিচয়  
 কোন্ লোক সাথে ? রাজভয় কার তরে  
 হে রাজেন্দ্র ; তুমি যার বিরাজ অন্তরে

লভে\*সে কারার মাঝে জ্বিভুবনময়  
 তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে ! মৃত্যুভয়  
 কি লাগিয়া, হে অমৃত ! ছুদিনের প্রাণ  
 লুপ্ত হলে তখন কি ফুরাইবে দান  
 এত প্রাণদৈন্ত প্রভু ভাঙারেতে তব !  
 সেই অবিষ্টাসে প্রাণ অঁকড়িয়া রব ?  
 কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার !  
 তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার !

আমাদের সৃজন করি' যে মহাসম্মান  
 দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ  
 তার অপমান যেন সহ নাহি করি !  
 যে আলোক আলায়েছ দিবস-শরীরী  
 তার উর্দ্ধশিখা যেন সর্ব উচ্চে রাখি,  
 অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি !  
 মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,  
 আত্মার মহত্ব মম তোমারি মহিমা  
 মহেশ্বর ! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,  
 অবমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে  
 হোক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে

তারে যেন দণ্ড দিই দেবদোহী বলে’  
 সর্বশক্তি লায় মোর ! যাক্ আর সব,  
 আপন গোরবে রাখি তোমার গোরব !

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকাব,  
 ক্ষুধা না করিয়া কভু কণামাত্র তার  
 সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে  
 অকুণ্ঠিত রাখি’ তারে বিপদে মরণে ;  
 জীবন সার্থক হবে তবে ! চিরদিন

জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন ;—  
 ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত  
 পৃথিবীর কারো কাছে ;—শুভ চেষ্টা যত  
 কোন বাধা নাহি মানে কোন শক্তি হতে ;  
 আত্মা যেন দিবারাত্রি অব্যাহত স্রোতে  
 সকল উত্তম লয়ে ধায় তোমাপানে  
 সর্ব বন্ধ টুটি ! সদা লেখা থাকে প্রাণে  
 “তুমি যা দিবেছ মোরে অধিকারভার  
 তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমাগ্ন তোমার !”

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি  
 অপমান অবিচার সহ করে যদি  
 তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়  
 দণ্ডে দণ্ডে স্নান হয় ।—দুর্বল আত্মায়  
 তোমারে বরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে ;  
 ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে  
 আপনার মত,—যত আদেশ তোমার  
 পড়ে থাকে,—আবেশে দিবস কাটে তার !  
 পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি' গ্রাস করে তারে  
 চতুর্দিকে ; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,  
 মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,  
 না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে !  
 অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন  
 মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন !

তোমার স্রাবের দণ্ড প্রত্যেকের করে  
 অর্পণ করেছ নিজে ! প্রত্যেকের পরে  
 দিবেছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ !  
 সে গুণ সন্মান তব সে হুকুম কাজ

নমিয়া তোমাতে যেন শিরোধার্য কবি  
সবিনয়ে ! তব কার্যে যেন নাহি ডরি  
কড়ু কারে !

কমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,  
হে কদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা  
তোমাব আদেশে । যেন রসনাব মম  
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়া সম  
তোমার ইচ্ছিতে ! যেন রাখি তব মান  
তোমাব বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান !  
অগ্রায় যে করে, আব, অগ্রায় যে সহে  
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ।

আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গালার  
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার  
বিরাজ করিছে নিত্য,—মুক্ত নীলাশ্বরে  
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে  
যে ভৈববীগান, যে মাধুবী একাকিনী  
নদীর নিৰ্জ্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী  
তরল কল্লোলবোলে, যে সরল স্নেহ

তরুচ্ছায়াসাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ  
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন  
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন  
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে ; --কর আশীর্বাদ  
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ  
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে  
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে !

---

এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না  
মাতৃকলকণ্ঠসম ; যেথায় সাজেনা  
কোমলা উর্বরা ভূমি নব নবোৎসবে  
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন-গৌরবে  
বদন্তে শরতে বরষায় ; রুদ্ধাকাশ  
দিবস রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ  
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে ; যেথা মাতৃভাষা  
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা  
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী ; যেথা নিশিদিন  
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন  
পরগৃহদ্বার হ'তে পথের মাঝারে,—  
সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে

সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন শ্রোতে  
তব সদানন্দধারা সৰ্কঠাই হতে ।

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ  
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী দিবস  
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি  
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি ।  
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,  
এই কথা সদা স্মরি' মোর সৰ্কধ্যান  
সৰ্কচিন্তা হতে আমি সৰ্কচেষ্টা করি  
সৰ্কমিথ্যা রাখি দিব দূরে পরিহারি !  
হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন  
এই কথা মনে রেখে করিব শাসন  
সকল কুটিল ঘেঘ, সৰ্ক অমঙ্গল,—  
প্রেমেরে রাখিব করি প্রাশুট নিশ্চল !  
সৰ্ককর্মে তব শক্তি এই জেনে সার  
করিব সকল কর্মে তোমাতে প্রচার !

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোকলোকান্তরে  
অনন্ত শাসন যার চিরকালতরে



প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ ;  
 যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস  
 বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর পর  
 যার তর্জ্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর  
 আমার চৈতন্যমাঝে প্রত্যেক পলকে  
 করিছেন অধিষ্ঠান ;—তাহারি আলোকে  
 চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাহারি পরশে  
 অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে ;  
 যেথা চলি যেথা রহি যেথা বাস করি  
 প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি  
 আপন মস্তকপরে সর্বদা সর্বথা  
 বহিব তাহার গর্ব, নিজের নম্রতা !

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে  
 হে বরেণ্য, এইবর দেহ মোর চিতে !  
 যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তোমার ভুবন  
 এই তৃণভূমি হ'তে সূদূর গগন  
 যে আলোকে যে সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য্যধনে,  
 তার মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে  
 স্বাধীন সবল শাস্ত সরল সন্তোষ !

অদৃষ্টেবে কভু যেন নাহি দিই দোষ ‘  
কোন দুঃখ কোন ক্ষতি অভাবের তরে’!  
বিশ্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে  
ক্ষুদ্রখণ্ড হাবাইয়া ! ধনীর সমাজে  
স্থান যদি নাহি হয়, জগতের মাঝে  
আমাব আসন যেন রহে সর্ব ঠাই !  
হে দেব একান্ত চিন্তে এই বর চাই !’

তঁারি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভাব,  
হে দুঃখী, হে দীনহীন ! দীনতা তোমার  
ধরিবে ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, যদি নত রহে  
তঁারি দ্বারে ! আর কেহ নহে নহে নহে  
তিনি ছাড়া আব কেহ নাই ত্রিসংসারে  
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে !  
পিতৃরূপে রম্ভেছেন তিনি,—পিতৃমাঝে  
নমি তাঁরে ! তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজ্যে  
ভ্রায়দণ্ড পরে, নতশিরে লই তুলি  
তাহার শাসন ; তাঁবি চরণ অঙ্গুলি  
আছে মহত্ত্বের পরে, মহতের দ্বারে  
আপনারে নম্র করে’ পূজা করি তাঁরে ।

তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করে' অনুভব  
মন্তকে তুলিয়া লই ছুঁথের গৌরব !

---

মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসার  
ছুশ্ছেছ শৃঙ্খল হতে ! সে কঠিন ভার  
যদি খসে যায় তবে মানুষের মাঝে  
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে,—  
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ !  
তোমার চরণপ্রান্তে করি' প্রণিপাত  
তব দণ্ড পুষ্কার অন্তরে গোপনে  
লইব নীরবে তুলি',—নিঃশব্দ গমনে  
চলে যাব কর্মক্ষেত্রমাঝখান দিয়া  
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,  
সঁপিষা অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়  
এক নিত্য ভক্তিবলে ; নদী যথা ধায়  
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম সারি'  
সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধহীন বারি ।

---

বাসনারে থরু করি' দাও, হে প্রাণেশ !  
সে শুধু সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ

বৃহত্তের সাথে ! পণ রাখিয়া নিখিল '  
 জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু একতিল !  
 বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার  
 দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার !  
 অবাচিত যে সম্পদ অজস্র আকারে  
 উষার আলোক হতে নিশার আঁধারে  
 জলে স্থলে রচিয়াছে অনন্ত বিভব—  
 সেই সর্বলভ্য স্নেহ অমূল্য দুর্লভ  
 সব চেয়ে ! সে মহা সহজ স্নেহখানি  
 পূর্ণ শতদলসম কে দিবে গো 'আনি'  
 জলগুলআকাশের মাঝখান হতে,  
 ভাসাইয়া আপনারে সহজের শ্রোতে !

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,  
 আশা মোর অল্প নহে ! তব জলস্থল  
 তব জীবলোক মাঝে যেথা আমি যাই  
 যেথায় দাঁড়াই আমি সর্বত্রই চাই  
 আমার আপন স্থান ! দানপত্রে তব  
 তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব !  
 আপনারে নিশিদিন আপনি বহিয়া

প্রতিক্ষণে ক্লান্ত আমি ! শ্রান্ত সেই হিয়া  
তোমার সবার মাঝে কয়িব স্থাপন  
তোমার সবারে করি' আমার আপন !  
নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ স্তূথ জলঘটসম  
চাপিছে হৃর্ভর ভার মস্তকেতে মম,  
ভাঙি' তাহা, ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে,  
সহজে বিপুল জল বহি' যাবে শিরে !

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি'  
অস্তরের অলোক পলকে ফেলে গ্রাসি',  
মন্দপদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল  
তোমার পূজার বৃত্ত করে সে শিথিল  
খ্রিয়মাণ—তখনো না যেন করি ভয়,  
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়  
তোমা পানে !

তোমা পরে করিয়া নির্ভর  
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর  
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে,  
নিদ্রারে আহ্বান করি ! প্রাণপণ বলে

ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব  
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব !  
রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসেব চোখে,  
আবার জাগাতে তাবে নবীন আলোকে !

---

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—  
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন  
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে  
প্রভু মোর ! বীৰ্য্য দেহ স্মৃথের সহিতে,  
স্মৃথেরে কঠিন করি' ! বীৰ্য্য দেহ হৃথেরে,  
যাহে হৃথ আপনারে শাস্তস্নিত মুখে  
পারে উপেক্ষিতে । ভকতিরে বীৰ্য্য দেহ  
কর্ণে যাহে হয় সে সফলা, প্রীতিস্নেহ  
পূণ্য ওঠে ফুটি' ! বীৰ্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে  
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে  
না লুটিতে ! বীৰ্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী  
প্রত্যাশেব তুচ্ছতার উর্দ্ধে দিতে রাখি' !  
বীৰ্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির  
অহনিশি আপনারে রাখিবারে স্থির !

---

ଅନେକ ।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি  
দেখা দিলে আজ কি বেশে ?  
দেখিছু তোমাতে পূর্বগগনে,  
দেখিছু তোমাতে স্বদেশে ।  
ললাট তোমার নীল নভতল,  
বিমল আলোকে চির-উজ্জল,  
নীরব আশিষসম হিমাচল  
তব বরাভয় কর,—  
সাগর তোমার পরশি চরণ  
পদধূলি সনা করিছে হরণ ;  
জাহ্নবী তব হার-আভরণ  
হুলিছে বক্ষ'পর ।  
ঈদয় খুলিয়া চাহিছু বাহিরে,  
হেরিছু আজিকে নিমেষে—  
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা  
মোর সনাতন স্বদেশে !

শুনিছু তোমার স্তবের মন্ত্র  
অতীতের তপোবনেষ্ট,—  
অমর স্বর্ষির হৃদয় ভেদিয়া  
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে ।  
প্রভাতে, হে দেব, তবুণ তপনে  
দেখা দাও যবে উদয়গগনে  
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে  
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—  
তখন ভারতে শুনি চারিভিত্তে



মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,  
শ্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে  
উঠে গায়ত্রীগাথা ।  
হৃদয় খুলিয়া পাঁডামু বাহিরে  
শুনিলু আজিকে নিমেষে,  
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,  
তব গান মোর স্বদেশে ।

নয়ন মুদ্রিয়া শুনিলু, জানি না  
কোন অনাগত বরষ  
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া  
বাজায় ভারত হ্রদে ।  
ডুবায় ধরার রণহুকার  
ভেদি বগিকের ধনঝুকার  
মহাকাশতলে উঠে ওকার  
কোনো বাধা নহি মানি ।  
ভারতের ষেত হৃদিশতদলে  
দাঁড়ায় ভারতী তব পদতলে,  
মঙ্গীততানে শূন্যে উথলে  
অশ্রুর্ধ্ব মহাবাণী ।  
নয়ন মুদ্রিয়া ভাবিকালপানে  
চাহিলু, শুনিলু নিমেষে  
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ  
বাজিছে আমার স্বদেশে ।

---

## অদেশ ।

---

### আশা ।

এ জীবনস্বৰ্ঘ্য যবে অশ্তে গেল চলি,  
হে বঙ্গজননী মোর, “আয় বৎস,” বলি  
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ-দ্বার,  
ললাটে চুম্বন দিলে ; শিয়রে আমার  
জালিলে অনন্ত দীপ । ছিল কণ্ঠে মোর  
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর  
সঙ্গীতের পুবঙ্কার, তারি ক্ষতজ্বালা  
হৃদয়ে জলিতেছিল,—তুলি সেই মালা  
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি  
খুলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মালাগাছি  
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া  
মোবে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া ।

অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;  
সহসা জাগিবা দেখি—এ শুধু স্বপন !

### বঙ্গলক্ষ্মী ।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,  
তব আশ্রবনেঘেরা সহস্র কুটীরে,  
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,  
গঙ্গার পাশে ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,  
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ-জননী,  
আপন অজস্র-কাজ করিছ আপনি  
অহর্নিশি হাশ্রমুখে ।

এ বিশ্বসমাজে

তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে  
নাহি জান সে বারতা ! তুমি শুধু মা গো !  
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো  
নিত্যকর্মে রত শুধু, অগ্নি মাতৃভূমি,  
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,

মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসাবিয়া ধবি'  
 বৌদ্ধ নিবাবিছ,—যবে আসে বিভাববী  
 চাবিদিক্ হতে তব যত নদ নদী  
 ঘুম পাড়াবাব গান গাহে নিববধি  
 ঘেবি ক্রান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে !  
 শবৎ মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে  
 ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে  
 হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জবীব মাঝে  
 কপোত কুজনাকুল নিন্তরু গ্রহবে  
 বসিয়া বধেছ মাতা, প্রফুল্ল অধবে  
 বাক্যহীন প্রসন্নতা, স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়  
 ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়  
 ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ কবে বিকিবণ !  
 হেবি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,  
 মধুর মঙ্গলহবি মোন অবিচল,  
 নতশির কবিচক্ষে ভবি আসে জল !

## শরৎ ।

আজি কি তোমার মধুর স্মৃতি  
 হেরিলু শরদ প্রভাতে !  
 হে মাত বঙ্গ, শ্রামল অঙ্গ  
 বলিছে অমল শোভাতে ।  
 পারে না ষহিতে নদী জল-ধার,  
 মাঠে মাঠে ধান ধবেনাক আর,  
 ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল  
 তোমার কানন-সভাতে !  
 মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী  
 শরৎকালের প্রভাতে !

জননী তোমার শুভ আহ্বান  
 গিয়েছে নিখিল ভুবনে, —  
 নূতন ধাত্রে হবে নবান্ন  
 তোমার ভবনে ভবনে !  
 অবসর আর নাহিক তোমার,  
 আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,  
 গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার  
 ভরিয়া উঠিছে পবনে ।

জননী তোমার আহ্বানলিপি  
পাঠায়ে দিগ্ধেছ ভুবনে !

ভুলি মেঘভার আকাশ তোমার  
করেছ স্নানীলবরণী ;  
শিশির ছিটায় করেছ শীতল  
তোমার শ্রামল ধরণী !  
স্থলে জলে আর গগনে গগনে  
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,  
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে  
দিশি দিশি হতে তরণী !  
আকাশ করেছ স্নানীল অমল  
মিথু শীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর  
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়,—  
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা  
নবীন জীবন উড়ায় !  
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,  
হাসিভরা মুখ তব পরিজন

ভাঙারে তব মুখ নব নব  
 মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !  
 ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার  
 নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়  
 আয় তোরা সবে জুটিয়া,  
 ভাঙারবার খুলেছে জননী  
 অন্ন যেতেছে লুটিয়া !  
 ওপার হইতে আয় থেয়া দিয়ে,  
 ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,  
 কে কঁাদে কুধায় জননী শুধায়  
 আয় তোরা সবে জুটিয়া !  
 ভাঙারবার খুলেছে জননী  
 অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মালা  
 গন্ধে ভরিছে অবনী ।  
 জলছারা মেঘ আঁচলে খচিত  
 শুভ্র বেন সে নবনী !

পবেছে কঁকরীট কনক কিবণে,  
মধুব মহিমা হবিত্তে হিবণে,  
কুসুম ভূষণ-জড়িত-চবণে  
দাঁড়ায়েছে মোব জননী ।  
আলোকে শিশিবে কুসুমে দাণ্ডে  
হাসিছে নিখিল অবনী !

### মাতার আস্থান ।

বাবেক তোমার দুযাবে দাঁড়ায়ে  
ফুকরিয়া ডাক জননি ।  
প্রাণবে তব সন্ধ্যা নামিছে  
অঁধাব ঘেরিছে ধরণী ।  
ডাক “চলে আর, তোরা কোলে আর,”  
ডাক সক্রুণ আপন ভাষায় ।  
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,  
বেজে উঠে শিরা ধমনী,  
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়  
সচকিয়া উঠে অমনি ।



আমরা প্রভাতে নদী পার হ'লু,  
 ফিরিলু কিসের ছরাশে !  
 পরের উল্লু অঞ্চলে লয়ে  
 ঢালিলু জঠর-হতাশে !  
 খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবারে,  
 তোমার তরলী পাঠাও এ পারে,  
 আপনার ক্ষেত গ্রামের কিনারে  
 পড়িয়া রহিল কোথা সে !  
 বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ  
 কাঁদিছে উতলা বাতাসে !

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব  
 নিবু-নিবু করে পবনে,  
 জননি, তাহারে করিয়ো রক্ষা  
 আপন বক্ষ-বসনে !  
 তুলি ধর তরে দক্ষিণ করে,  
 তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,  
 চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে,  
 না ভুলে আলেয়া-ছলনে !

এ'পারে রুদ্ধ দ্বার জননি,  
এ পর পুরীর ভবনে ।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ  
আসিছে সঙ্ক্যাসমীরে ।  
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল  
স্বদূর কুঞ্জতিমিরে ।  
পথে কোন লোক নাহি আর বাকী,  
গহন কাননে জলিছে জোনাকী,  
আকুল অশ্রু ভরি উই অঁথি  
উচ্ছ্বসি উঠে অধীবে ।  
“তোরা যে আমার” ডাক একবার  
দাঁড়ায়ে দ্বার-বাহিরে !

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ।

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে  
হে মোর স্বদেশ,  
মোবা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে  
পরি তারি বেশ !

বিদেশী জানেনা তোরে অনাদরে তাই'  
 করে অপমান,  
 মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই  
 আপন সন্তান !  
 তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর  
 কেন তাহা ভুলি,  
 পরধনে ধিক্ গর্ক, করি করঘোড়,  
 ভরি ভিক্ষাবুলি !  
 পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে  
 তাই যেন কণ্ঠে,  
 মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে  
 তাহে লজ্জা ঘুচে !  
 সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,  
 কর স্নেহ দান !  
 যে তোমাতে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,  
 কি দিবে সম্মান !

---

## মেহগ্রাস ।

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !  
 রেখোনা বসাগ্নে দ্বারে জাগ্রত অহরী  
 হে জননী, আপনার মেহ-কায়াগারে  
 সম্ভানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিব, রে ।  
 বেষ্টন করিয়া তারে অগ্রহ-পরশে,  
 জীর্ণ করি দিয়া তাবে লালনের বসে,  
 মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা করিয়া শেষণ  
 আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?  
 দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যাব  
 মেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?  
 চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?  
 সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?  
 নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব-দেবতার,  
 সম্ভান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার ।

## বঙ্গ মাতা ।

পুণ্যোপায়ে হুঃখে স্মৃৎ পতনে উথানে  
 মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে  
 হে স্নেহার্ন্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে  
 চিরশিশু কবে' আর রাখিয়ো না ধরে !  
 দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান  
 খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান ।  
 পদে পদে ছোট ছোট নিবেধেব ডোবে  
 বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে কবে !  
 প্রাণ দিবে, হুঃখ সয়ে, আপনাব হাতে  
 সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দসাথে ।  
 শীর্ণ শাস্ত সাধু তব পুত্রদেব ধবে  
 দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে !  
 সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,  
 য়েখেছ বাঙালী করে', মানুষ কর নি !

### ছুই উপমা ।

যে নদী হারিয়ে শ্রোত চলিতে না পারে,  
সহস্র শৈবালকাম বঁধে আসি তরে ;  
যে জাতি জীবনহারী অচল অসাড়  
পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার ।  
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,  
ভৃগুশ্রুত সেথা নাহি জন্মে কোন মতে ;—  
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথপরে  
ভক্ত মন্ত সংহিতায় চরণ না সরে !

### অতিমান ।

করে দিব দোষ, বন্ধু, করে দিব দোষ !  
বৃথা কর আক্ষলন, বৃথা কর রোষ !  
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,  
কেহ কভু তহাদের করে নি সম্মান ।  
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,  
কাল্যুথে পড়ে তত কলঙ্কের কালী ।  
যে তোমাতে অপমান করে অহর্নিশ,  
তারি কাছে তারি পরে তোমার নাগিষ !

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,  
 পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরতে,  
 তবে ঘরে নত শিরে চুপ করে থাক্,  
 সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজস্নে ঢাক !  
 একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,  
 অস্ত্রদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল !

### পর-বেশ ।

কে তুমি ফিরিছ পবি' প্রভুদের সাজ !  
 ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ ?  
 পর-বস্ত্র-অঙ্গে তব হয়ে অবিষ্ট ন  
 তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান ?  
 বলিছে না, “ওরে দীন, যত্নে মোরে ধর”,  
 তোমার চক্ষের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?”  
 চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,  
 গৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান ।  
 ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে  
 ধিকার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে ?

বলিতেছে, যে মন্তক আছে মোর পায়  
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি রূপায় !  
সর্ব্ব ক্ষে লাঞ্ছনা বহি' এ কি অহঙ্কার !  
ওব কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার !

### দুবন্ত আশা ।

হৃদয়ে ববে বিকল আশা সাপের মত ফাঁসে,  
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,  
তখনো ভাল মানুষ সেজে, বাঁধানো ছ'কা যতনে মেজে  
মলিন তাস সজোবে ভেঁজে, থেলিতে হবে কসে !  
অন্নপায়ী বঙ্গব সী স্তম্ভপায়ী জীব  
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে বসে' ।

ভদ্র মে রা, শাস্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ  
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান ।  
দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অভিজ্ঞ,  
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান ;  
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তলু নিদ্রারসে ভরা,  
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙ্গালী সন্তান ।



ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেতরীন্  
 চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !  
 ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোতে আকাশে ঢালি  
 হৃদয়তলে বহ্নি জ্বলি চলেছি নিশিদিন ;  
 বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—  
 মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন ।

বিপদমাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত উঠে ফুটে,  
 সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে ।  
 অন্ধকারে, সূর্যালোকে, সস্তুরিয়া মৃত্যুস্রোতে  
 নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে ।  
 বিশ্বমাঝে মহান্ যাগ, সঙ্গী পরাণের,  
 ঝঙ্কারমাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে ।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে  
 সকল টুটে' যাইতে ছুটে, জীবন-উচ্ছ্বাসে ।  
 শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মত্ত সম করিতে পান,  
 মুক্ত করি' রক্ত প্রাণ উৰ্দ্ধ নীলাকাশে ।  
 থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আব্রবনছায়ে,  
 অগ্নি হয়ে' লুপ্ত হয়ে' গুপ্ত গৃহবাসে ।

বেহলাখানা বাঁকায়ে ধরি' বাজাও ওকি সুর !  
 তব্লা বাঁয়া কোলেতে টেনে বাঁথে ভরপুর !  
 কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে      পোলিটিকাল্ তর্ক করে,  
 জান্‌লা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুঝুঝুঝু ।  
 পানের বাটা, ফুলের মালা, তব্লা বাঁয়া ছটো,  
 দস্তভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর !

কিসের এত অহঙ্কার ! দস্ত নাহি সাজে !  
 বরং থাক মোন হয়ে সসঙ্কেচ লাজে ।  
 অত্যাচারে মণ্ডপারা      কভু কি হও আশ্রয়রা  
 তপ্ত হয়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে ?  
 অহনিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান  
 মর্মান্তক বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে ?

দাস্তস্তখে হাত্মমুখ, বিনীত যোড়কর,  
 প্রভুর পদে সোহাগমদে দোহুল কলেবর ;  
 পাছকাতলে পড়িয়া লুটি,'      স্তম্ভায় মাথা অন্ন খুঁটি,'  
 ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর ;  
 ঘরেতে বসে' গর্ব কর পূর্ব পুরুষের,  
 আর্য্য-তেজ-দর্পভরে পৃথী থরহর !

হেলায়ে মাথা, দাঁতের অগে মিষ্টহাসি টানি'  
 বলিতে আমি পানিবনা ত ভদ্রতার বাণী !  
 উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,'  
 প্রকাশহীন চিন্তারানি করিছে হানাহানি ।  
 কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,  
 ভব্যতার গল্পীমাঝে শাস্তি নাহি মানি ।

### নববর্ষের গান ।

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে  
 শুন এ কবির গান !—  
 তোমার চরণে নবীন হর্ষে  
 এনেছি পূজার দান !  
 এনেছি মোদের দেহের শক্তি,  
 এনেছি মোদের মনের ভক্তি,  
 এনেছি মোদের ধর্মের মতি,  
 এনেছি মোদের প্রাণ !  
 এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য  
 তোমাতে কবিত্তে দান !

কাঞ্চন-খালি নাহি আমাদের,  
 অন্ন নাহিক জুটে !  
 যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে  
 নবীন পর্ণপুটে ।  
 সমাবোহে আজ নাই প্রয়োজন,  
 দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,  
 চিরদাবিদ্রা করিব মোচন  
 চরণেব ধূলা লুটে ।  
 সুর-চূর্ণভ তোমাব শ্রমাদ  
 লইব পর্ণপুটে !

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,  
 তুমিই প্রাণেব প্রিয় ।  
 ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব  
 তোমারি উত্তরীয় ।  
 দৈন্তেব মাঝে আছে তব ধন,  
 মৌনের মাঝে বয়েছে গোপন  
 তোমার মস্ত্র অগ্নিবচন  
 তাই আমাদের দিয়ো ।

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব  
তোমার উত্তরীয় !

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,  
অশোকমন্ত্র তব !

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,  
দাও গো জীবন নব !

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,  
যে জীবন ছিল তব রাজ্যসনে,  
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে  
চিত্ত ভরিয়া লব !

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ  
দাও সে মন্ত্র তব !

সে আমার জননী রে !

ভৈরবী । রূপক  
কে এসে যায় ফিরে ফিরে  
আকুল নয়নের নীরে ?  
কে বুখা আশাভরে

সে আমার জননী বে।

৬৫

চাহিছে মুখপরে ?

সে যে আমার জননী রে !

কাহার স্ত্রীময়ী বাণী

মিলায় অনাদর মানি ?

কাহার ভাষা হাস

ভুলিতে সবে চায় ?

সে যে আমার জননী বে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি’

চিনিতে অর নাহি পারি।

আপন সন্তান

করিছে অপমান,—

সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ

কে বসে’ সাজাইয়া অন্ন ?

সে স্নেহ-উপহার

রুচে না মুখে অন্ন !

সে যে আমার জননী রে !

### জগদীশচন্দ্র বসু ।

বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে  
 দূর সিদ্ধতীরে  
 হে বসু গিয়েছ তুমি ; জয়মালাখানি  
 সেথা হতে আনি  
 দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে  
 পরায়েছ ধীরে ।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত  
 পণ্ডিত-সভায়  
 বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে  
 তুনেছ গোরবে!  
 সে ধ্বনি গম্ভীর মস্ত্রে ছায়'চারিধার  
 হয়ে সিদ্ধপার ।

অজি মাতা পাঠাইছে—অক্লান্তি বাণী  
 আশীর্বাদখানি  
 জগৎ-সভার কাছে অধ্যাত অজ্ঞাত  
 কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ !

সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে  
কীণ মাতৃস্বরে !

ভারতলক্ষ্মী ।

ভৈরবী ।

অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী !  
অগ্নি নির্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী  
জনক-জননী-জননী !  
নীল-সিদ্ধ-জল-ধৌত চরণভল,  
অনিল-বিকম্পিত শ্রামল অঞ্চল,  
অগ্নর-চূষিত তাল হিমাচল,  
শুভ্র-ভূষার-কিরীটিনী !  
প্রথম প্রভাত উদয় তব পগনে,  
প্রথম সামরব তব তপোবনে,  
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে  
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী ।  
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধনু,  
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,  
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা  
পুষ্পাপীষ্ম-স্তব্ধকাহিনী !



### জগদীশচন্দ্র বসু ।

ভারতের কোন্ বৃক্ষ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি  
 হে আৰ্য্য আচার্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি  
 বিরচিলে এ পাষণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?  
 কোথা পেল সেই শাস্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে  
 যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে  
 দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিবাহে  
 সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র পশুপক্ষী-ধূলার প্রস্তুরে,—  
 এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক' পবে  
 ছলাইছে চবাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে ! মোরা যবে  
 মত্ত ছিলাম অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গোরবে,  
 পরবশে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে  
 কল্লোল করিতেছিলাম ক্ষীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধরূপে—  
 তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসনে  
 কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি' মন  
 ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অবেষণে  
 লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে  
 বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্বাটিয়া একের সাঙ্গাতে  
 দাঁড়াইতেন বাক্যলীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে !

হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমস্ত্র জলদগর্জনে  
 “উত্তীষ্টত ! নিবোধত !” ডাক শাস্ত্র-অভিমানীজনে  
 পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে ! সুবৃহৎ বিশ্বতলে  
 ডাক মূঢ় দান্তিকেরে ! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—  
 একত্রে ঠাঁড়াক্ তাবা তব হোম-হতাগ্নি ঘিরিয়া !  
 আরবার এ ভারত আপনাতে আশ্রুক্ ফিরিয়া  
 নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বশুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে  
 লোভহীন বন্দহীন শুদ্ধ শাস্ত্র গুরুর বেদীতে !

### তপোবন ।

মনশ্চক্ষে হেবি যবে ভারত প্রাচীন—  
 পূর্বব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ  
 মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে ।  
 বাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে  
 অশ্রুত দূরে বাধি যায় নতশিরে  
 গুরুব মন্ত্রণা লাগি,—স্রোতস্বিনীতীরে  
 মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ  
 বিবলে তরুর তগে করে অধ্যয়ন  
 প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকণ্ঠাদলে

পেলব যৌবন বাঁধি পুরুষ বঙ্কলে  
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন ।  
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন  
মুকুটবিহীন রাজা পুরুষেশজালে  
ত্যাগের মহিমাভ্যোতি লয়ে শাস্ত ভালে ।

### প্রাচীন ভারত ।

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,  
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাশ্মি উরুত-নলাট ;  
স্পর্কিছে অম্বরতল অপাঙ্গইন্দ্রিতে,  
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তির বৃংহিতে,  
অসির ঝঙ্কনা আর ধনুর টঙ্কারে,  
বীণার সঙ্গীত আর নৃপুরবঙ্করে,  
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,  
উল্লাস শব্দের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,  
রথের ঘর্ঘরমঞ্জে, পথের কল্লোলে  
নিয়ত ধ্বনিত খাত কর্মকলরোলে ।  
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,

নিরীক গভীর শান্ত সংযত উদার ।  
 হেথা মত্ত স্বীভক্ষুর্ভ ক্ষত্রিয়গরিমা,  
 হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা ।

এ হুতগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়  
 দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,—  
 লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আব !  
 দীনপ্রাণ হর্ব্বলের এ পাষণ ভার,  
 এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে  
 এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে  
 এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে  
 এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে  
 সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার  
 মলুষা-মর্যাদাগর্বি চিরপরিহার—  
 এ বৃহৎ লজ্জারশি চরণ-আঘাতে  
 চূর্ণ করি দূর কর ! মঙ্গলপ্রভাতে  
 মত্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে  
 উদার অ লোকমাঝে উদ্ভুক্ত বাতাসে !

অন্ধকার গর্ভে থাকে অন্ধ সন্নীম্বশ ;—  
 আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ  
 নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ ।  
 তেমনি অঁধারে আছে এই অন্ধদেশ  
 হে দণ্ডবিধাতা রাজা,—যে দীপ্তরতন  
 পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন  
 নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক !  
 নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,  
 জনমের মানি ! তব আদর্শ মহান্  
 আপনার পরিমাপে করি' খান্ খান্  
 রেখেছে ধূলিতে ! প্রভু, হেরিতে তোমা  
 তুলিতে হয় না মাথা উর্দ্ধপানে হায় !

যে এক তরঙ্গী লক্ষ লোকের নির্ভর  
 থণ্ড থণ্ড করি' তা'রে তরিবে সাগর ?

তোমাবে শতধা করি' ক্ষুদ্র করি' দিয়া  
 মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত স্তম্ভ হিয়া  
 সমস্ত ধরঙ্গী আজি অবহেলাভরে  
 পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে ।  
 মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি' যারা সারাবেলা

তোমাতে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা  
মুগ্ধ ভাবভোগে,—সেই বৃদ্ধ শিশুদল  
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলাব পুত্তল ।  
তোমাতে আপন সাথে করিয়া সমান  
যে ধর্মবামনগণ করে অবমান  
কে তাদের দিবে মান ? নিজ মস্তক  
তোমাতেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে  
কে তাদের দিবে প্রাণ ? তোমাতেও যারা  
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা ?

ছুর্গম পথের প্রান্তে পাশ্চাত্যপরে  
যাহারা পড়িয়া ছিল ভাবাবেশভরে  
রসপানে হতজ্ঞান ; যাহারা নিয়ত  
রাখে নাই আপনাতে উত্তম জাগ্রত,—  
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে  
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে  
বাজায় বিজয়শব্দ । শুধু দীর্ঘ বেলা  
তোমাতে খেলনা করি' করিয়াছে খেলা ;  
কর্মেরে করেছে পশু নিরর্থ আচারে,  
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,

আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন  
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি' দ্বার বাতায়ন—  
তারা আজ কাঁদিতেছে ! আসিয়াছে নিশা,  
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় বে দিশা ।

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর !  
তপোবন-তকচ্ছায়ে মেঘমল্লিশ্বর  
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে  
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচবে  
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতাব  
অথগু অক্ষয় ঐক্য ! সে বাক্য উদার  
এই ভারতেবি !

যাঁরা সবল স্বাধীন  
নির্ভয়, সবল প্রাণ, বন্ধনবিহীন  
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান  
লজ্জিয়া অবণ্য নদী পর্ব্বত-পাষণ  
তঁারা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে  
তোমাতে লভিয়াছেন নিখিল জগতে !  
কোনখানে না মানিয়া আত্মাব নিষেধ  
সবলে সমস্ত বিশ্ব কবেছেন ভেদ !

তাহারা দেখিয়াছেন—বিশ্বচরাচর  
 বারিছে আনন্দ হতে আনন্দনির্ব্বার ;  
 অগ্নিব প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,  
 বায়ুব প্রত্যেক শ্বাস তোমাৰি প্রতাপে,  
 তোমাৰি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত  
 চরাচব মৰ্ম্মরিয়া করে যাতায়াত ;  
 গিরি উঠিয়াছে উৰ্দ্ধে তোমাৰি ইঙ্গিতে,  
 নদী ধায় দিকে দিকে তোমাৰি সঙ্গীতে ;  
 শূন্তে শূন্তে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা যত  
 অনন্ত প্রাণেব মাঝে কাঁপিছে নিয়ত !—  
 তাহাবা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব আলয়ে  
 কেবল তোমাৰি ভয়ে, তোমাৰি নির্ভয়ে,  
 তোমাৰি শাসনগৰ্বে দীপ্ততৃপ্তমুখে  
 বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে !

আমরা কোথায় আছি, কোথায় স্মদুরে  
 দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে  
 ভগ্নগৃহে , সহস্ৰেব অকুটিব নীচে  
 কুজপৃষ্ঠে নতশিরে ; সহস্ৰেব পিছে  
 চলিয়াছি প্রভুদেব তর্জনী-সঙ্কেতে



কটাক্ষে কাঁপিয়া ; লইয়াছি শিরে পেতে  
সহস্র-শাসন শাস্ত ;

সঙ্কুচিত-কায়্য

কাঁপিতেছি রুচি' নিজ কল্পনার ছায়া,  
সঙ্ক্যার আঁধারে বসি' নিরানন্দ ঘরে  
দীন আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে !  
পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান  
ধূলিতলে, তোমায়ে যে করি অপ্ৰমাণ !  
যেন মোরা পিতৃহারা খাই পথে পথে  
অনীষর অরাজক ভয়াৰ্ত্ত জগতে !

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে  
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দবলে  
উচ্চাৰি' উঠিলে উচ্চে,—“শোন বিশ্বজন,  
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ  
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,  
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে  
জ্যোতির্শ্রয় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি  
মৃত্যুরে লজ্জিতে পার, অগ্রপথ নাহি !”  
আরবাব এ ভাবতে কে দিবেগো আমি

সে মহা আনন্দমগ্ন, সে উদাত্তবানী  
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়  
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়  
অনন্ত অমৃতবার্তা !

রে মৃত ভারত !  
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ !

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,  
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,  
মৃত আবজ্জনা ! ওরে জাগিতেই হবে  
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,  
এই কৰ্মধামে ! ছুই নেত্র করি অঁধা  
জ্ঞানে বাধা, কৰ্মে বাধা, গতিপথে বাধা,  
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর  
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর  
আনন্দে উদার উচ্চ !

সমস্ত তিমির  
ভেদ করি' দেখিতে হইবে উজ্জ্বল  
এক পূর্ণ জ্যোতির্মায়ে অনন্ত ভুবনে !  
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—

“ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত  
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত !”

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,  
ছাড়ি নাই ! এত যে হীনতা, এত লাজ,  
তব ছাড়ি নাই আশা ! তোমার বিধান  
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নিশ্মাণ  
সঙ্গোপনে সন্টার নয়ন-অস্তরালে  
কেহ নাহি জানে । তোমার নির্দিষ্ট কালে  
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে  
আপনারে ব্যক্ত কবি’ আপন আলোতে  
চির-প্রতীক্ষিত চিরসম্ভবেব বেশে !  
আছ তুমি অস্ত্রধামী এ লজ্জিত দেশে,  
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে  
গৃহে গৃহে বাত্রিদিন জাগরুক হয়ে  
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ !  
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারা

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে  
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,  
সে মোর কল্পনাতীত । কি তাহার কাজ,  
কি তাহার শক্তি, দেব, কি তাহার সাজ,  
কোন্ পথ তার পথ, কোন্ মহিমায়  
দাঁড়াবে সে সম্পদের শিখর-সীমায়  
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ  
নবীন প্রভাতে ?

আজি নিশার আকাশ  
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,  
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার থালা  
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর  
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর !  
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে  
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে !

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘমাঝে  
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে  
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী  
ভয়ঙ্করী ! দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,  
 গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীর বিধে ।  
 স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে  
 ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মগ্নন-কোভে  
 ভদ্রবেশী বর্ষরতা উঠিয়াছে জাগি'  
 পঙ্কশয্যা হতে । লজ্জা সরম তেঁগাগি'  
 জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অগ্রায়  
 ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বজ্রায় ।  
 কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি  
 আশান কুকুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি !

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকস্মাৎ  
 পরিপূর্ণ ক্ষীতি মাঝে দারুণ আঘাত  
 বিদীর্ণ বিকার্ণ করি চূর্ণ করে তারে  
 কাল-ঝঙ্কারিত হৃৎযোগ-অঁধারে ।  
 একের স্পর্ধায় কভু নাহি দেয় স্থান  
 দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান ।  
 স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল  
 তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্ব ধরাভল  
 আপনার খাণ্ড বর্গি' না করি' বিচার

জঠবে পুরিতে চায়!—বীতংস আহার

বীতংস স্বধারে করে নির্দয় নিলাজ ।

তখন প্রজ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুব সন্ধান

বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে ।

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা

নহে কভু সৌম্যরাশি অকণেব লেখা

তব নব প্রভাতেব । এ শুধু দারুণ

সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি । চিতার অগুন

পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উল্লার

বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুক সভ্যতার

মশাল হইতে ল'স শেষ অগ্নিকণা !

এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা

তব অবাধনা নহে, হে বিশ্বপালক !

তোমার নিখিলপ্রাবী আনন্দ-আলোক

হয় ত লুকান্নে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে

বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে

সর্ববিকৃত অশ্রুসিক্ত দৈন্তের দীক্ষার

দীর্ঘকাল - ব্রহ্মহত্যের প্রতীক্ষার !

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'  
 হে ভারত, সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'  
 সরল নির্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে  
 আত্মারে স্বাধীন রাখি',—পুষ্প ও চন্দনে  
 আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যামন্দির  
 সজ্জিত সুগন্ধি করি', দুঃখনাম্রশির  
 তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে !  
 তাঁ-হ'তে বঞ্চিত করে তোমাতে এ ভবে  
 এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে  
 সর্ব্ব ভয়ে থাক তুমি নির্ভয় অন্তরে  
 তাঁর হস্ত হতে লয়ে অক্ষয় সম্মান !  
 ধরায় হোকনা তব যত নিম্ন স্থান  
 তাঁর পাদপীঠ কর সে আসন তব  
 যার পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব ।

সে উদার প্রভাতের প্রথম অরুণ  
 যখন মেলিবে নেত্র—প্রশান্ত করুণ —  
 স্তম্ভশির অভভেদী উদয়শিখরে,  
 হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে

প্রথম সঙ্গীত তার যেন উঠে বাজি’

প্রথম ঘোষণা ধ্বনি :

তুমি থেকে সাজি’

চন্দনচর্চিত স্নাত নিম্নল ব্রাহ্মণ,—

উচ্চশিব উর্ধ্বে তুলি’ গাহিয়ে বন্দন—

“এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,

নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা

করিয়া লজ্জিত ! তব বিশাল সন্তোষ

বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ !

তব ধৈর্য্য দৈববীৰ্য্য ! নম্রতা তোমার

সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার !”

—

ওবে মৌনমুক কেন আছি নীববে

অস্তব করিয়া কক ? এ মুখর ভবে

তোর কোন কথা নাই, রে আনন্দহীন ?

কোন সত্য পড়ে নাই চোখে ? ওরে দীন

কণ্ঠে নাই কোন সঙ্গীতের নব তান ?

তোর গৃহপ্রাপ্ত চুষ্কি’ সমুদ্র মহান্

গাহিছে অনন্ত গাথা,—পশ্চিমে পূরবে

কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে



তরল সঙ্গীতধারা হস্মে মূর্তিমতী !  
 শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি  
 যাহা সত্যে যাহা গীতে আনন্দে আশঙ্ক  
 ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র ভাষায় !  
 তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে  
 রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে গুরুপত্রমাঝে !

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,  
 জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর  
 আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশরীরী  
 বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',  
 যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে  
 উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে  
 দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়  
 অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;  
 যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি  
 বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই প্রাসি',  
 পৌরুষেই করেনি শতধা ; নিত্য যেথা  
 মি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—

নিজ হস্তে নির্দয় অঘাত করি' পিতঃ  
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত !

শক্তি-দম্ব স্বার্থলোভ মারীর মতন  
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন !  
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার  
শাস্তিময়-পল্লী যন্ত কবে ছারখার !  
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,  
মেহে যাহা রসসিক্ত, সস্তোষে শীতল,  
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে,  
বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলেস্থলে  
পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদাব কল্যাণ,  
জড়ে ছীবে সর্ব্বভূতে অব্যাহত ধ্যান  
পশিত আত্মীয়রূপে ! আজি তাহা নাশি  
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরশি,  
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,  
শাস্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর ।

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসি  
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্‌বিলাসী

ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে  
 শুভ্র উত্তরীয় পরি' শাস্ত্র সৌম্যমুখে  
 সরল জীবনখানি করিতে বহন !  
 শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন  
 থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ধরে,  
 থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে  
 অদৃশ্য মুকুট তব ! দেখিতে যা' বড়,  
 চক্ষে বাহা শুপাকার হইয়াছে জড়,  
 তারি কাছে অভিজুত হয়ে বারে বরে  
 লুটায়ো না আপনাদ্ ! স্বাধীন আত্মারে  
 দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,  
 রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত !

হে ভারত, নৃপতিবে শিখায়েছ তুমি  
 ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড সিংহাসন, ভূমি,  
 ধরিতে দারদ্রবেশ ; শিখায়েছ বারে  
 ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,  
 ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে ।  
 কস্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে  
 সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার !

গৃহীবে শিখালে গৃহ কবিত্তে বিস্তার  
প্রতিবেশী আশ্রবন্ধু অতিথি অনাথে ;  
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমেব সাথে,  
নির্ম্মল বৈবাগ্যে দৈন্ত্য করেছ উজ্জল,  
সম্পদেবে পুণ্য কস্মৈ কবেছ মঙ্গল,  
শিখায়েছ স্বার্থ তাজি' সর্ব্ব দুঃখে স্মৃথে  
সংসাব রাখিতে নিত্য ব্রহ্মেব সম্মুখে !

হে ভাবত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন,  
বাণ্ডিবে তাহাব অতি স্বল্প আয়োজন,  
দেখিতে দীনেব মত, অন্তবে বিস্তার  
তাহার ঐশ্বর্য্য বত ।

আজি সভ্যতাব  
অস্তুহীন আডম্ববে, উচ্চ আশ্ফালনে,  
দবিদ্র-কধিব-পুষ্ট বিলাস-লালনে,  
অগণ্য চক্রেব গজ্জৈ মুখর ঘর্ষব  
লৌহবাহু দানবেব ভীষণ বর্ষব  
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দায়  
নিঃসঙ্কোচে শাস্তিচিহ্নে কে ধরিবে, হায়,

নীবব-গৌবব সেই সৌম্য দীনবেশ  
 স্তব্ববল —নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টাশেষ ।  
 কে বাধিব ভবি' নিজ অন্তব-আগাব  
 আত্মাব সম্পদবাণি মঙ্গল উদার ।

অন্তবেব সে সম্পদ ফেলেছি হাবায়ে ।  
 তাই মোবা লজ্জানত ; তাই সর্ব গায়ে  
 ক্ষুধার্ত্ত দুৰ্ভব দৈন্ত কবিছে দংশন ;  
 তাই আজি ব্রাহ্মণেব বিবল বসন  
 সন্মান বহে না আব ; নাহি ধানবল  
 শুধু জপমাত্র আছে ; শুচি কেবল,  
 চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার ;  
 সন্তোষেব অন্তবেতে বীৰ্য্য নাহি আব,  
 কেবল জড়ত্বপুঞ্জ ;—ধর্ম্ম প্রাণহীন  
 ভাবসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন ।  
 তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবাবে  
 পশ্চিমেব পবিতাক্ত বস্ত্র লুটিবাবে  
 লুকাতে প্রাচীন দৈন্ত । বৃথা চেষ্টা ভাই,  
 সব সজ্জা লজ্জাভবা, চিত্ত যেথা নাই !

## হিমালয় ।

হে নিভর গিরিরাজ, অত্রভেদী তোমার সঙ্গীত  
 ভয়গিয়া চলিয়াছে অক্লান্ত উদাত্ত স্বরিত  
 প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে  
 দুর্গম দুর্ভেদ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে !  
 দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষপ্রান্তে উঠি আপনার  
 সহসা মুহূর্তে যেন হারায় ফেলেছে কণ্ঠ তার,  
 তুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহার  
 নিম্নত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরগীধারা !

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে  
 আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—  
 সে তাপ হারায় গেছে, সে প্রচণ্ড পতি অবসান,  
 নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষণ !  
 পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া  
 নীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া !

## ক্ষান্তি ।

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেয় আজি  
 তোমার সর্বাক্ষেপে ঘেরি পুঙ্খকিছে শ্রাম শম্পরাজি

প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শতববষাব  
 আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার  
 বন্ধলে শৈবালে জটে ; স্নহুর্গম তোমাব শখব  
 নির্ভব বিহঙ্গ যত গীতোল্লাসে কবিছে মুখব ।  
 আসি নরনাবীদল তোমাব বিপুল বক্ষপটে  
 নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নিঝরিণীতটে ।  
 যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পন্ধিতে আকাশ,  
 কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসুহৃৎ কবিবাবে গান,—  
 সে দিন, হে গিবি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;  
 যখন থেমেছ তুমি বলিয়াছ, “আব নয়, নয়,”  
 চাবিদিক্ হ’তে এল তোমা’পবে আনন্দ-নিশ্বাস,  
 তোমাব সমাপ্তি ঘেবি বিস্তাবিল বিশ্বব বিশ্বাস !

### শিলালিপি ।

আজি হেবিতৈছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে  
 পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে,  
 সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্কপরে ।  
 পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থবে,  
 পড়িতেছ একমনে । ভাঙিল গড়িল কত দেশ,

গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ !  
 আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা  
 ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা ?  
 নিরাসক্ত নিরাকাজ্জ ধ্যানাভীত মহাযোগীশ্বর  
 কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল চরুস্নান  
 বাহর কবণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি য়াঁর,  
 তিনি কেন চাহিলেন—ভাল বাসিলেন নির্বিকার,—  
 পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা  
 ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা ?

### হরগৌরী ।

হে হিমাদ্রি, দেবতান্না, শৈলে শৈলে আজিও তোমার  
 অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বাবস্বার  
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি !  
 ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,  
 দুর্গম দুঃসহ মোন , -জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত  
 নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত  
 পূজাস্বর্ণপদ্মদল ! কঠিন প্রস্তরকলেবর  
 মহানন্দরিদ্র, রিক্ত, অভরণহীন দিগম্বর !



হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কি লীলা কবেছে বেষ্টন—  
 মৌনেরে ধরেছে গান, স্তব্ধের করেছে আলিঙ্গন  
 সফেনচঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুম্বে  
 কোমল শ্রামলশোভা নিতানব পল্লবে কুসুম্বে  
 ছায়াবরোদ্ভে মেঘের খেলায় ! গিরিশেবে রয়েছেন ধিরি  
 পার্শ্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি !

### তপোমূর্তি ।

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত  
 তপস্যার মত ! স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত  
 নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূণ্য তোমার নির্জনে,  
 নিকলক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে !  
 তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহ তুলি কহিছে নীরবে  
 অধির আশ্বাসবাণী—“গুন গুন বিশ্বজন্ম সবে  
 জেনেছি, জেনেছি আমি !” যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে  
 উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হ’তে  
 আদিঅন্তবিহীন অখণ্ডঅমৃতলোকপানে,  
 সে আত্ম উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাশাণে !  
 একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আছতি

ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকৃতি,  
সেই ঝঙ্কিতবাণী আজি অচলপ্রস্তরশিখারূপে  
শূন্নে শূন্নে কোন্ মস্ত্রে উচ্ছ্বাসিছে মেঘধ্বস্ত্রপে !

### সঙ্কিতবাণী ।

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিখসে গগনে  
অলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,  
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ !  
উর্দ্ধবাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ  
শিথরে শিথবে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়  
রাখিছ নিকর করি,—পুনর্বীর উন্মুক্ত ধারায়  
নূতন আনন্দশ্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে  
অসীমজিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে !  
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল  
করিয়াছে উচ্চারণ উর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—  
অনন্তের জ্যোতিষ্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—  
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাঙ্গি তুমি স্তব্ধশিরে !  
তব নৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অশেষণে  
ভারতের পরিচয় শস্ত শিব অধৈর্যের সনে !

## যাত্রা সঙ্গীত ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই !  
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,  
বেঁচে মবে কিবা ফল ভাই ।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই !  
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,  
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,  
সময় সময় ক'রে পঁজিপুঁথি ধরে  
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই ।  
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,  
গভীর ঘুমের আয়োজন,  
স্বপনের স্মৃতি, স্মৃতির ছলনা,  
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !  
দুঃখ আছে কত, বির শত শত,  
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,  
চলিতে হইবে পুরুষের মত  
হৃদয়ে বহিয়া বল্ ভাই ।  
আগে চল্ আগে চল্ ভাই !

দেখ যাত্রী যায় জয়গান গায়  
 ' রাজপথে গলাগলি ।  
 এ আনন্দস্বরে কে রয়েছে ঘরে  
 কোণে কবে দলাদলি ।  
 বিপুল এ ধবা, চঞ্চল সময়,  
 মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,  
 যাবা বসে আছে তাবা বড় নয়,  
 ছাড় ছাড় মিছে চল ভাই ।  
 আগে চল আগে চল ভাই !

পিছায় যে আছে তাবে ডেকে নাও  
 নিয়ে যাও সাথে করে,  
 কেহ নাহি আসে একা চলে যাও  
 মহত্ত্বের পথ ধরে ।  
 পিছু হতে ডাকে মায়া'র কাঁদন,  
 ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,  
 সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন  
 মিছে নয়নের জল ভাই !  
 আগে চল আগে চল ভাই !

চিরদিন আছি ভিতারীম মত  
 জগতের পথপাশে,  
 যারা চলে যায় রূপা চক্রে চায়,  
 পদধূলী উড়ে আসে ।  
 ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ উঠ সবে,  
 মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,  
 তা যদি না পার চেষ্টা দেখ তবে  
 ওই আসে রসাতল ভাই  
 আগে চল আগে চল ভাই ।



### প্রার্থনা ।

স্বাগিনী প্রভাতী ।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,  
 স্বপ্নি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,  
 অতি পলে পলে ডুবে রসাতলে  
 কে তারে উদ্ধার করিবে ।  
 চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,  
 নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,

আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে ।

তুমি চাও পিতা ঘৃণাও এ হুঁথ,

অভাগা দেশেরে হইয়া বিমুখ,

নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে ।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সম্ভান

লাজে নত শির, ভয়ে, কম্পমান,

কাঁদিছে সহিছে শত অপমান

লাজ মান আর থাকে না !

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,

তোমারেও তাই গিয়াছে তুলিয়া,

অভয় মস্তে মুক্ত হৃদয়ে

তোমারেও তারা ডাকে না ।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,

এ হীনতা, পাপ, এ হুঁথ ঘৃণাও,

ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও

নহিলে এ দেশ থাকে না ।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে

কি সৌরভ স্মৃতি বহিত পবনে,

কি আনন্দ গান উঠিত গগনে  
 কি প্রতিভাজ্যোতি জ্বলিত !  
 ভারত-অরণ্যে-ঋষিদের গান  
 অনন্ত সঙ্গনে করিত প্রয়াণ,  
 তোমায়ে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া  
 সকলে মিলিয়া চলিত !  
 আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,  
 এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ বুচাও,  
 মোরা ত রয়েছি তোমাৰি সন্তান  
 যদিও হয়েছি পতিত !

### রামপ্রসাদী স্মরণ ।

আমরা মিলেছি আজ মাঘের ডাকে ।  
 ঘরের হয়ে পরের মতন  
 ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে !  
 প্রাণের মাঝে থেকে থেকে  
 আয় বলে ওই ডেকেছে কে !  
 গভীর স্বরে উদাস করে  
 আর কে পারে ধরে রাখবে !

যেথায় থাকি যে যেখানে,  
 বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,  
 প্রাণেব টানে টেনে আনে  
 প্রাণেব বেদন জানে না কে!  
 মান অপমান গেছে বুচে,  
 নয়নেব জল গেছে মুছে,  
 নবীন আশে হৃদয় ভাসে  
 ভাইয়েব পাশে ভাইকে দেখে ।  
 কত দিনেব সাধনফলে  
 মিলেছি আজ দলে দলে,  
 যবেব ছেলে সবাই মিলে  
 দেখা দিয়ে আয় বে মাকে !

---

ঝিঁঝিট । একতালা ।

একবাব তোরা মা বলিয়া ডাক্,  
 জগতজনেব শ্রবণ জুড়াক্,  
 হিমাদ্রিপাশাণ কেঁদে গলে যাক্,  
 মুখ ভুলে আজ চাহয়ে ।



দাঁড়া দেখি তোরা আশ্রয়পর ভুলি

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,

প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি

নির্ভয়ে আজি গাহরে ।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে

রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,

বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে

দশদিক্ গুথে হাসিবে ।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন

নূতন জীবন করিবে বপন,

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন

আসিবে সে দিন আসিবে ।

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,

আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,

সব পাপতাপ দূরে যায় চলে

পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ,

না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,

ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,

বিমল প্রতিভা বিকাশে ।

হাস্থির—একতালা ।

জননীর দ্বারে আজি ওই  
 শুন গো শঙ্খ বাজে !  
 থেকোনা থেকোনা ওরে ভাই  
 মগন মিথ্যা কাজে !  
 অর্ঘ্য ভরিয়া আনি  
 ধরগো পূজার থালি,  
 রতন প্রদীপ ধানি  
 যতনে আন গো আলি,  
 ভরি লয়ে দুই পানি  
 বহি আন ফুল ডালি,  
 মা'র আস্থান বাগী  
 রটাও ভুবন মাঝে !  
 জননীর দ্বারে আজি ওই  
 শুন গো শঙ্খ বাজে !  
 আজি প্রসন্ন পবনে  
 নবীন জীবন ছুটিছে !  
 আজি প্রফুল্ল কুম্ভে  
 নব স্নগন্ধ ছুটিছে ।

আজি উজ্জল ভালে  
 তোল উন্নত মাথা  
 নব সঙ্গীত তালে  
 গাও গম্ভীর গাথা,  
 পর মালা কপালে  
 নব পল্লব গাঁথা,  
 শুভ সূন্দর কালে  
 সাজ সাজ নব সাজে !  
 জননীৰ দ্বাবে আজি ওই  
 গুন গো শঙ্খ বাজে !

---

### নববর্ষের দীক্ষা ।

( মিশ্র ক্বিবিট—একতাল্য । )

নব বৎসরে করিলাম পণ  
 লব স্বদেশেব দীক্ষা,  
 তব আশ্রমে, তোমাব চরণে,  
 হে ভারত, লব শিক্ষা !

পরের ভূষণ, পরের বসন,  
 তেয়াগিব আজ পরের অশন,  
 যদি হই দীন, না হইব হীন,  
 ছাড়িব পবের ভিক্ষা !  
 নববৎসরে করিলাম পণ  
 লব স্বদেশের দীক্ষা !

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর  
 কল্যাণে সুপবিত্র ।  
 না থাকে নগর আছে তব বন  
 ফলে ফুলে সুসিঁচিত্র !  
 তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'  
 তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'  
 কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ  
 তুমি পুণাতন মিত্র !  
 হে তাপস, তব পণকুটীর  
 কল্যাণে সুপবিত্র !

পরের বাক্যে তব পর হয়ে  
 দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

তোমাতে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ !

পরেছি পরের সজ্জা !

কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'

জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',

তব সনাতন ধ্যানের আসন

মোদের অস্থিমজ্জা ।

পরের বুলিতে তোমাতে ভুলিতে

দিগ্বেছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ

লইব তোমার দীক্ষা !

তব পদতলে বসিয়া বিরলে

শিখিব তোমার শিক্ষা

তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,

তব মন্ত্রের গভীর মর্ম

লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া

ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !

তব গৌরবে গরব মানিব

লইব তোমার দীক্ষা !



## বর্ণানুক্রমিক সূচী ।

| বিষয় ।                                         | পৃষ্ঠা । |
|-------------------------------------------------|----------|
| অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক লোকান্তরে ...       | ৩৪       |
| অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারারে ...              | ৮৮       |
| অন্ধকার গর্ভে থাকে অন্ধ সন্নীহণ ...             | ৭২       |
| অন্ধ মোহবদ্ধ তব দাও মুক্ত করি ...               | ৫৫       |
| অগ্নি ভুবন মোহিনী ...                           | ৬৭       |
| আগে চল, আগে চল ভাই ...                          | ৯৪       |
| আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইছু আমি ...               | ২৭       |
| আজি কি তোমার মধুর মুরতি ...                     | ৪৮       |
| আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে ... | ৯০       |
| আমরা কোথায় আছি, কোথায় হৃদয়ে ...              | ৭৫       |
| আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ...                  | ৯৮       |
| আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ ...                    | ৩৪       |
| আমারে সৃজন করি' বে মহা সম্মান ...               | ২৯       |
| আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গলার ...                 | ৩২       |
| আবার আহ্বান ...                                 | ২১       |
| এই পৃথিবীর কোনে রক্ত রাগ রেখা ...               | ৮১       |

| বিষয় ।                                    | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------|----------|
| একদা এ ভারতের কোন বনতলে ...                | ৭৬       |
| একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ ...              | ৯৯       |
| এ কি অন্ধকার এ ভারত ভূমি ...               | ৯৬       |
| এ জীবন সূর্য্য যবে অন্তে গেল চলি ...       | ৪৫       |
| এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় ...        | ৭১       |
| এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না ...          | ৩৩       |
| এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল ...        | ৭৭       |
| এবার চলিহু তবে ...                         | ১৮       |
| ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি ...          | ৭        |
| ওরে মৌনমুক কেন আছিহু নীরবে ...             | ৮৩       |
| কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ ...      | ৫৭       |
| কে এসে যায় ফিরে ফিরে ...                  | ৬৪       |
| কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ ...         | ৫৮       |
| কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারত বাসি ...    | ৮৫       |
| কান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি ... | ৮৯       |
| চিন্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির ...     | ৮৪       |
| জননীর দ্বারে আজি ওই ...                    | ১০১      |
| তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন ...              | ৪০       |
| তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ ...               | ৭৮       |

[ গ ]

| বিষয়।                                        | পৃষ্ঠা। |
|-----------------------------------------------|---------|
| তঁারি হস্ত হতে নিয়ো তব হুঃখ ভার ...          | ... ৩৬  |
| তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত ...        | ... ৯২  |
| তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার ...             | ... ৩০  |
| তুমি সর্বপ্রিয়, একি শুধু শূন্য কথা ...       | ... ২৮  |
| তোমার ছায়ে দণ্ড প্রত্যেকের করে ...           | ... ৩১  |
| তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে ...              | ... ৪৬  |
| তোমারে শতধা করি' ক্ষুদ্র করি' দিয়া ...       | ... ৭২  |
| ক্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি ...           | ... ৩১  |
| দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিবট ...          | ... ৭০  |
| দুর্গম পথের প্রান্তে পাহাশালা পবে ...         | ... ৭৩  |
| নব বৎসরে করিলাম পণ ...                        | ... ১০২ |
| না গণি মনের ক্ষতি ধনৈব ক্ষতিতে ...            | ... ৩৫  |
| পতিত ভারতে তুমি কোন জাগরণে ...                | ... ৭৯  |
| পুণ্যে পাপে হুঃখে সূখে পতনে উত্থানে ...       | ... ৫৬  |
| ভারত সমুদ্রতরে বাষ্পোচ্ছান নিঃস্নেহে গগনে ... | ... ৯৩  |
| ভারতের কোন্ বুদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি ...   | ... ৬৮  |
| মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন ...           | ... ৬৯  |
| মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি ...               | ... ৩৯  |
| মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রণংসারে ...       | ... ৩৭  |



| বিষয় ।                                    | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------|----------|
| যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে ...     | ৫৩       |
| যে নদী হারান্নে স্রোত চলিতে না পারে ...    | ৫৭       |
| বারেক তোমার ছয়ায় দাঁড়ান্নে ...          | ৫৯       |
| বাসনায়ে ধরু করি' দাও, হে প্রাণেশ ...      | ৬৭       |
| বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে ... | ৬৬       |
| শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘমাঝে ...      | ৭৯       |
| শক্তি-দম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন ...       | ৮৫       |
| শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীন বৎসল ...        | ৩৮       |
| সকলে আমার কাছে যত কিছু চায় ...            | ২৬       |
| সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কৰ্ম্মে রত ... | ১২       |
| সে উদার প্রত্যাশের প্রথম অরুণ ...          | ৮২       |
| সেদিন কি তুমি এসেছিলে ওগো ...              | ৩        |
| সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি' ...         | ৮২       |
| স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকস্মাৎ ...     | ৮০       |
| হে নিম্ন গিরিরাজ, অজ্ঞান তোমার সঙ্গীত ...  | ৮৯       |
| হে ভারত আজি নব বর্ষে ...                   | ৬২       |
| হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন ...        | ৮৭       |
| হে ভারত, নৃপতিরে শিখিয়েছ তুমি ...         | ৮৬       |
| হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে' ...   | ২৭       |

[ ৩ ]

| বিষয় ।                                          | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------------------|----------|
| হে বিশ্ব দেব, মোর কাছে তুমি ...                  | ৪৩       |
| হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর ...                     | ৭৪       |
| হে হিমাদ্রি, দেবতান্না, শৈলে শৈলে আজিও তোমার ... | ৯১       |
| হৃদয়ে যবে বিকল আশা সাপের মত ফোঁসে ...           | ৫৯       |

---

